পাণিগ্রহণ বিধিতে শ্রীকৃষ্ণবধূ হইলেন না, অথচ অন্য কোনও গোপবধূও হইলেন না, কেবলমাত্র নির্ব্বাধ অনুরাগেই শ্রীকৃষ্ণপ্রিয়া হইয়াছিলেন। এই আদর্শে অন্যান্য গোপীগণকেও বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ শ্রীল ব্রজসুন্দরীগণের অধর্ম্মসম্বন্ধে উপপতি নহেন, ধর্ম্মসম্বন্ধে পতিও নহেন; কেবলমাত্র প্রবলতর অনুরাগ সম্বন্ধে প্রাণপতি। যে স্থানে প্রেমে ধর্ম্ম বা অধর্ম্ম সম্বন্ধ থাকে, সে প্রেম অনুরোধময় বলিয়া দুর্ব্বল। রসিকেন্দ্র চূড়ামণি শ্রীকৃষ্ণও ১০।৩২ অধ্যায়ে "ন পারয়েঽহং" ইত্যাদি শ্লোকে বলিয়াছেন—"হে প্রিয়তমাগণ! আমি ব্রহ্মার মত পরমায়ু লাভ করিলেও আপনাদের অনুরূপ ভজন করিতে সর্ব্বথাই অসমর্থ। যেহেতু আপনারা যে দেহখানি লইয়া আমার সহিত মিলিত হয়েন, সেই দেহখানিতে অন্যের স্পর্শ বা ভোগ্যদৃষ্টি পড়ে নাই বলিয়া অতি বিশুদ্ধ। যে মনটি লইয়া আমার সহিত মিলিত হন, এই মনে প্রবলতর উৎকণ্ঠায় একমাত্র আমার সুখ সম্পাদন তাৎপর্য্য ভিন্ন স্ব-সুখতাৎপর্য্য লেশও নাই বলিয়া বিশুদ্ধ। বহির্দৃষ্টিতে আমার সহিত আপনাদের এই যোগটি কামময়রূপে প্রতীত হইলেও বস্তুতঃ অনুরাগময়। অন্ধকার যেমন সূর্য্য, তাহার জ্যোতিঃ এবং তাহার আভাসকেও স্পর্শ করিতে পারে না, তেমনই আপনাদের এই বিশুদ্ধ অনুরাগ নির্ম্মল ভাস্করকে তো কামরূপ অন্ধকার স্পর্শ করিতে পারেই না আপনাদের এই অনুরাগ ভাস্করের আভাসও যাহার হৃদয়ে উদিত হয়, সে হৃদয়কেও কামরূপ অন্ধকারে স্পর্শ করিতে পারে না, ইত্যাদি রূপে স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণও শ্রীল ব্রজসুন্দরীগণের অবাস্তব উপপতি ভাবের প্রশংসাই করিয়াছেন।

সেই গোপীভাবের অনুগতভাবে অন্য সাধকগণেরও শ্রীকৃষ্ণে উপপতিভাব, তাহাও শাস্ত্র হইতে শুনা যায়। অতএব যাহা বহু সাধনও ভগবৎ কৃপালভ্য, তাহা যে দোষাবহ হইতে পারে না—ইহা বলাই বাহুল্য। পদ্মপুরাণের উত্তর-খণ্ডে উল্লেখ আছে যে—পূর্ব্বে দণ্ডকারণ্যবাসী মহর্ষিগণের নিজ আশ্রমে সমাগত দাশরথি শ্রীরামচন্দ্রকে দর্শন করিয়া নিজ উপাস্য শ্রীমদনগোপালদেবের কোন অংশে সাদৃশ অবলোকনে নিজভাব উদ্দীপিত হওয়ায়, শ্রীরামচন্দ্র হইতেও সুন্দর মুর্ত্তি নিজমনোহারী শ্রীমদনগোপালদেবকেও উপভোগ করিবার জন্য বলবতী আকাঙ্ক্ষার উদগম্ হইয়াছিল। অবশেষে প্রভু রামচন্দ্রের কৃপায় সেই সকল মহর্ষিগণ স্ত্রী অর্থাৎ গোপীদেহ ও গোপীভাব লাভ করিয়া গোকুলে জন্মগ্রহণ করেন ও নিজ অভীষ্টসঙ্কল্পে শ্রীহরিকে গৃহমধ্যে অবরুদ্ধ অবস্থায় প্রাপ্ত হইয়া গুণময় দেহবন্ধ হইতে মুক্ত হইয়াছিলেন। অতএব পুরুষগণের মধ্যেও এই উপপতি ভাবাত্মক কাম উদগম্ হয় বলিয়া এবং